ব্রাহ্মণ বলেন 'সাধু! বৈস হেথাকারে।
মূল্যসহ ভাণ্ড দিয়া যাব কিছু পরে।।'
ব্রাহ্মণ এল না ফিরে মূল্য নাহি দিল।
ঘৃতভাণ্ড লয়ে দ্বিজ পলাইয়া গেল।।
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যা হাট ভেঙ্গে যায়।
নির্জ্জনে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায়।।
গৃহেতে পশিয়া সাধু মৌন হ'য়ে রয়।
ঠাকুরাণী বলে 'হাট বেশাতি কোথায়?
কোথায় ঘৃতের ভাণ্ড কিছুই না দেখি।
কি হ'য়েছে ওহে নাথ বসিয়া ভাব কি?
লবণ তামাক পান কিছু না আনিলে?
কি উপায় হ'বে, সাধু বৈষ্ণব আসিলে?
সাধু কহে 'কি বলিব শুনগো বৈষ্ণবী।
যে দায় ঠেকেছি আমি বসে তাই ভাবি।।
ঘৃত গেল ভাণ্ড গেল তা'তে দুঃখ নাই।
না হইল হাট করা যদিও না খাই।।
যা হোক্ বৈষ্ণব সেবা বৈষ্ণব কৃপায়।
কর্ম্মবশে যদি দু'দিন উপবাস হয়।।
যে দায় ঠেকেছি তাহা জানা'ব কাহায়?
অপরাধে অব্যাহতি পাইব কোথায়?
ব্রাহ্মণেতে আমার যে হ'ল অবিশ্বাস।
এ দায়ে কোথায় যাই হ'ল সর্ব্বনাশ।।
আদি অন্ত সে বৃত্তান্ত দেবীকে জানা'ল।
যে ভাবে ব্রাহ্মণ ঘৃত ভাণ্ড লয়ে গেল।।
ঠাকুরাণী বলে 'নাথ না ভেব বিস্ময়।
যবে যে ঘটনা ঘটে ঈশ্বর ইচ্ছায়।।
ঈশ্বর তোমার যদি বুঝিবারে মন।
ব্রাহ্মণ দ্বারায় হেন করে নারায়ণ।।
কেন তা'তে দুঃখ ভাব, ভাব বিপরীত।
ঘটনা কারণ ঈশ্বরের নিয়োজিত।।
একথা শুনিয়া সাধু শান্তি পেল মনে।
তারক স্বভাব যাবে যশোবন্ত-স্থানে।।

আবির্ভাবের সূত্রঃ রামকান্তের বরদান

রামকান্ত যশোবন্ত আলয়ে আসিত।
স্বামী-সতী একপ্রাণে সাধুকে পূজিত।।
একদিন প্রাতেঃ যশোবন্তের গৃহিণী।
পূর্ব্বভাব অন্তরেতে জাগিল অমনি।।
প্রাতঃকৃত্য কৃষ্ণনাম লইতে লইতে।
ব্রজভাব আসি তাঁর জাগিল প্রাণেতে।।
বাহ্য স্মৃতি-হারা হ'য়ে বলে বার বার।
'কোথা রাম কৃষ্ণ প্রাণ পুতলি আমার?
ধরিয়া গোপাল বেশ পিয়াইত স্তন।
এই সেই মায়াপুরী এই বৃন্দবান'।।
যশোদা আবেশ হয়ে অন্নপূর্ণা কয়।
'মা বলে ডাক রে বাছা এ দুঃখিনী মা'য়।।
কোথা বাপ বিশ্বরূপ আয়রে কোলেতে।
দেখিনা ও চাঁদমুখ বহুদিন হ'তে।।
সান্ত্বনা করিছে শ্রীযশোবন্ত ঠাকুর।
'কি কহিলি কি গাহিলি শুনিতে মধুর?'
সুস্থিরা হইয়া পরে কহে ঠাকুরাণী।
'কি কহিনু কি গাহিনু কিছুই না জানি।।
দেখিলাম যেন সেই নন্দের নন্দন।
'মা' 'মা' বলিয়া মোরে পান করে স্তন।।'
সাধু বলে কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
ব্রজ ভাব হ'য়ে থাকে ভক্তের দেহেতে।।
তোমার কি ভাব হয় বুঝিতে না পারি।
কাঁহা কিছু না বলিয়া থাক চুপ করি'।।
এ সময় ঠাকুরাণীর একটি কুমার।
কৃষ্ণদাস নাম বিশ্বরূপ অবতার।।
সেই পুত্র করিতেন লালন পালন।
কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ-জ্ঞান করে অনুক্ষণ।।
যে দিন যশোদা ভাব আবেশ হইল।
সেই দিন রামকান্ত গোস্বামী আসিল।।